প্রসংগ: মোল্লা 'উমারের মৃত্যু

নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল...

দাবিক ১১ হতে সংকলিত, অনুবাদিত এবং পরিমার্জিত

তাগুতের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলা তালিবান

প্রসংগ: মোল্লা 'উমারের মৃত্যু নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল...

আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর নবী, তাঁর পরিবার, সাহাবী ও অনুসারীদের উপর। অতঃপর,

১৪৩৬ হিজরির সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা -আল্লাহই ভাল জানেন- ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হবে যা এর পূর্বে কখনও ঘটেনি শুধুমাত্র ধাপ্পাবাজি ও রূপকথা ছাড়া। এরকম কাহিনী অনুসন্ধান করলে সবচেয়ে কাছের যে উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় তা হল "পোপ জোয়ান" এর কাহিনী, নিজেকে পোপ নির্বাচিত করার জন্য যে মহিলা একজন পুরুষের ছদ্মবেশে গির্জার সবাইকে বোকা বানিয়েছিল। সে বছরের পর বছর ধরে ক্রসের পূজারীদেরকে প্রতারিত ও শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল, যতক্ষণ না সে ধরা পড়ে এবং তারপরেই মারা যায়...

তারপরে সবচেয়ে কাছের উদাহরণ হবে মুরতাদ সম্প্রদায়গুলোর "লুকায়িত ইমাম" এর উপাখ্যান, তাদের মধ্যে রাফিদারা মোহাম্মাদ আল আসকারির 'গুপ্তাবস্থা'য় বিশ্বাস করে,[১] ইসমাইলীরা মোহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল ইবনে জাফর আস-সাদিকের 'গুপ্তাবস্থা'য় বিশ্বাস করে এবং দ্রুজেরা "আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ আল-উবাইদির 'গুপ্তাবস্থা'য় বিশ্বাস করে। এমনকি তাদের কিছু দল তাদের কথিত "লুকায়িত ইমাম"দের 'অবতাররূপ' ধারণে বিশ্বাস করে ও তার জন্যে নিযুক্ত সহকারীর উপরে বিশ্বাস করে...

হ্যাঁ, এই ঘটনাগুলো আখতার মানসুরের ধাপ্পাবাজির মত বড় লজ্জাজনক ঘটনার সবচেয়ে কাছের উদাহরণ, যে ব্যক্তি পাকিস্তানী "ইন্টার-সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স" (আই.এস.আই) এর খুব কাছের লোক ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এবং যে বছরের পর বছর ধরে প্রয়াত মোল্লা মোহাম্মাদ উমরের নামে জীর্ণশীর্ণ "ইমারতে ইসলাম আফগানিস্তান" শাসন করে আসছে। সে মোল্লা উমরের মৃত্যুর সুযোগে, উভয় মোল্লা উমর ও "ইমারতের" নামে মুরতাদ আফগান দালাল সরকারের সাথে শান্তিচুক্তির সমর্থনে, পাকিস্তানী সরকার ও সেনাবাহিনীর মুরতাদদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্কের সমর্থনে, আমেরিকার দাস হামাদ আল থানি ও তামিম আল থানি সহ বিভিন্ন আরব ও অনারব তাগুতদের প্রশংসা করে এবং ইসলামের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু 'ইরানের সাফাভী সরকার'কে মুসলিম দেশ বলে বিবৃতি প্রদান করল! সে জাতিসংঘ নীতি, আন্তর্জাতিক সম্মেলন, জাতীয়তাবাদ, আধুনিকতাবাদ এবং শান্তিবাদের সমর্থনে বিবৃতি দিল, সাথে সাথে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আফগানী যুদ্ধ ছাড়া উভয় আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধকে অস্বীকার করে বিবৃতি দিল। সে মিশরে গণতান্ত্রিক তাগুত নির্বাচন এবং সেটার নির্বাচনী ফলাফলের বৈধতা ও তাদের ক্ষমতার সমর্থনে বিবৃতি দিল। সে রাফিদাদেরকে মুসলিম বলে বিবৃতি দিল এমনকি আফগানিস্তানে রাফিদাদের বিরুদ্ধে হামলার নিন্দা জানালো।[২] তালিবানের মধ্যে নিজেদের ক্ষমতা বলে- সে ও তার সবচেয়ে কাছের সহযোগীরা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও চরম বক্রতার দরুন এবং প্রয়াত মোল্লা উমরের নামে খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ

---

১ অনুবাদকের নোট: দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া অনেক গোমরাহ দল তাদের বিশেষ ইমামের গোপনে অবস্থানকে বিশ্বাস করে। যেমন: রাফিদারা (শিয়া) বিশ্বাস করে তাদের ১২ ইমামের শেষ ইমাম শত শত বছর ধরে জীবিত কিন্তু তিনি জন সম্মুখে আসেন না বরং গোপনে থেকে পৃথিবীর বিষয়াদির দেখা শুনা করেন। এখানে "গুপ্তাবস্থা" বলতে তাই বুঝানো হয়েছে।

২ সম্পাদকের নোট: এই বিবৃতিটি তালিবানের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এ পাওয়া যাবে। এর বেশিরভাগই আবু মাইসারাহ আশ-শামি কর্তৃক "ফাদিহাত আশ-শাম ওয়া কাসর আল-আসনাম" (শামের প্রকাশিত হওয়া এবং মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা) নামের নিবন্ধে সংকলিত এবং উল্লেখিত হয়েছে।

শুরু করল যা শরীয়াহ দ্বারা শাসিত এবং যা ওয়ালা ওয়াল বারা' চর্চা করে, যেখানে তাদের তালিবান “ইমারত” ওয়ালা ওয়াল বারা'র সুস্পষ্ট ওয়াজিবাতকে জোরপূর্বক বিরোধিতা করত। এভাবেই, আখতার ও তার সহযোগীদের কথা ও কাজ অনুসারে রাফিদাহ ও তাগুতরা তাদের "মুসলিম ভাই" যাদেরকে তারা সম্মান করে, অপরপক্ষে দাওলাতুল ইসলামের নেতৃত্ববর্গ ও সৈনিকগণ “খারেজী” যাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করে...

এই সময় মধ্যে, আল কায়দার বিভিন্ন শাখা দাবী করল যে তারা কুরাইশি খালীফাহ আবু বকর আল-বাগ্দাদীকে (হাফিযাহুল্লাহ) বাইয়াহ দিতে পারবে না কারণ মোল্লা উমর ছিল তাদের “সর্বোচ্চ ইমাম” যখন বছরের পর বছর ধরে কায়দার নেতারা বলে আসছিল যে, তিনি একজন খলিফা ছিলেন না বরং একজন আঞ্চলিক ইমারতের সীমাবদ্ধ নেতা ছিলেন।[৩] একই সাথে বছরের পর বছর ধরে তালিবান আফগানিস্তানের বাইরে যেকোন ধরণের অভিযান প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি দিয়ে আসছিল।

তখন খোরাসানের মুজাহিদগণ প্রকাশ্যে ‘মোল্লা উমরের জীবিত থাকার দাবী প্রত্যাখ্যান করা শুরু করলেন, তাদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি প্রায় চৌদ্দ বছর আগে ২০০১ এর শেষের দিকে আফগানিস্তানে আমেরিকান আক্রমণের পরপরই মারা গেছেন। বিপুল সংখ্যক হক্বপন্থি যোদ্ধা আখতারের তালিবান ছেড়ে দিলেন এবং খালীফাহ'কে বাইয়াহ দিলেন, এদিকে অন্যরা তালিবানের নেতাদের উপর মোল্লা উমরের জীবিত থাকার প্রমাণের জন্য চাপ দিতে লাগলেন। তখন তালিবান প্রয়াত মোল্লা উমরের নামে জালিয়াতি করে জাতীয়তাবাদী সুরে ঈদ আল-ফিতরে উম্মাহকে অভিবাদন জানিয়ে ও মুরতাদ সরকারের সাথে জাতীয় আফগান শান্তিচুক্তির সমর্থনে আরও একটি লিখিত বক্তব্য প্রকাশ করল! চাপ বাড়তে লাগল, এমনকি পাকিস্তানী ও আফগানী গোয়েন্দাদের মধ্যে আখতারের সমর্থকদের পক্ষ থেকেও, যতক্ষণ না আখতার মানসুর ও তার সহযোগীরা মোল্লা উমরের মৃত্যুর কথা স্বীকার করল। তখন তালিবান “ইমারতের” রাজনৈতিক অফিস ঘোষণা দিল যে, ২৩ এপ্রিল ২০১৩ এ মোল্লা উমর মারা গেছেন। তারপরে রাজনৈতিক অফিসের প্রধান ও মোল্লা উমরের অন্যতম কাছের লোক, মোহাম্মাদ তায়্যিব আঘা পদত্যাগ করলেন এবং ঘোষণা দিলেন যে, আড়াই বছর ধরে মোল্লা উমরের মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখা ছিল একটা “ঐতিহাসিক ভুল”। এটা ঘটেছিল যাবিহুল্লাহ মুজাহিদের (তালিবান ইমারতের অফিসিয়াল মুখপাত্র) বিবৃতির পর, যেখানে সে ২৩ এপ্রিল ২০১৩ থেকে মোল্লা উমরের মৃত্যুর খবর গোপন রাখার কথা স্বীকার করেছিল।

অর্থাৎ,যদি আমরা ধরে নেই যে তিনি বেশি কিছু বছর আগে মারা যান নি... তারপরও মোল্লা উমর মারা গেছেন খিলাফাহ ঘোষণার কমপক্ষে এক বছরের বেশি সময় আগে এবং শামে দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়াল সম্প্রসারণের কিছু পরেই, তখন আল-কায়দা ও তার মিত্ররা এই ধাপ্পাবাজির জবাবে কি করেছিল? তারা কি তাওবাহ করেছিল এবং খিলাফাহ'র সারিতে যোগদান করেছিল? না... “'ইলমের” দাবীদারদের মধ্যে আল-কায়দার সমর্থকেরা মোল্লা উমরের মৃত্যুর ঘটনা গোপন রাখার সমর্থনে গবেষণা মূলক পুস্তিকা লিখল কিন্তু কুরআন ও হাদিস থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে খালাফদের (সালাফদের পরের প্রজন্ম) ব্যাপারে ইতিহাসের বই থেকে উদ্ধৃতি দিল, যে ঘটনাগুলোর সত্যতা যাচায় করা সম্ভব নয় এবং এমনকি ঐ ব্যক্তিত্বগণকে উম্মাহর জন্য উদাহরণ হিসেবেও পেশ করা যাবেনা! তারা সালাফদের থেকে খুব অল্প পরিমাণ উদাহরণ দিয়েছে এবং সেগুলো বিকৃত করেছে, তাদের থেকে যে উদাহরণগুলো পাওয়া যায় তা খুব কম সময়ের জন্য এবং যুদ্ধে লিপ্ত মুসলিম বাহিনীর ছোট অংশের কাছে নেতার মৃত্যুর খবর গোপন করার বিষয়, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর ধরে নয় এবং গোটা উম্মাহর ক্ষেত্রে তো অবশ্যই নয়!

তারপরে হিযবি (দলান্ধ) “আলেমরা” যুদ্ধ ও সমঝোতার খাতিরে মিথ্যা বলার বিধানের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করল যাতে সমগ্র উম্মাহর নিকট এবং সুদূর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এর সমস্ত উলামা, নেতা, যোদ্ধা এবং ব্যক্তিবর্গ সবার কাছে মিথ্যা বলা যায়, এ সবকিছুই করল দুর্বলভাবে সংজ্ঞায়িত “মাসলাহার” জন্য। এমনকি তারা খিলাফাহ'র অধীনে উম্মাহর একত্রিত হওয়াকে বাঁধা দেওয়ার জন্য একজন মৃত মানুষের নামে বক্তব্য দেওয়ার অনুমতি দিল এবং একে তাক্বলিদের (অন্ধ অনুকরণ) শিকল দ্বারা হিযবিয়্যাহ'র অনিষ্টের সাথে বেঁধে রাখার জন্য। এখানেই শেষ নয়, এই “উলামারা” সাধারণ জনগণের জন্য এমন একটা রাস্তা তৈরি করে দিল যাতে তারা তাদের প্রতি যেকোনো দাবীকে উড়িয়ে দিতে পারে, কারণ বিকৃত ঘটনা ও এর যুক্তিহীন সমর্থন মানেই হল এখন যেকোনো কিছুই গোটা উম্মাহর কাছে হিযবিয়্যাহ'র খাতিরে একটি অন্তহীন মিথ্যা হতে পারে। কে জানে, হতে পারে সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে মূর্খ কেউ বেরিয়ে এসে দাবী করবে যে মোল্লা ‘উমর এখনও জীবিত, মৃত নয় এবং রাফিদাহ ও বাতিনিয়্যাদের দাবির মত আরেকটি একটা নতুন “গুপ্তাবস্থার” দাবী উঠবে...

তখন হঠাৎ করে জাওয়াহিরি বেরিয়ে আসলো, যে ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে প্রায় এক বছর অদৃশ্য ছিল এবং মিথ্যুক আখতার মানসুরকে বাইয়াহ দিল! তালিবানের একটা বৃহৎ অংশের মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সে তা করল, ঐ বৃহৎ অংশের নেতৃত্ব দিয়েছেন মোল্লা উমরের

---

৩ সম্পাদকের নোট: এটা আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিবি স্পষ্টভাবে বলেছে। এছাড়াও জাওয়াহিরি ও আন-নাযারি এটা বলেছে কিন্তু এটাই হল হিযবিয়্যাহ যা অন্তরকে অন্ধ করে দেয়।

মিথ্যাবাদী আখতার মানসুরকে বাইয়াত প্রদানকারী জাওয়াহিরি

মোল্লা উমরের ছেলে ও ভাই, সাথে সাথে তারাও যারা আখতারের জাতীয় শান্তিচুক্তি এবং আন্তর্জাতিক নরমালাইজেশন পরিকল্পনার বিপক্ষে ছিল। বেশ কিছু তালিবান নেতারা আখতারের ক্ষমতা ও তার শুরার বৈধতার প্রতিবাদে "কুয়েট্টা শুরা" থেকে পদত্যাগ করল যেখানে আখতার নির্বাচিত হয়েছিল। অন্য নেতারাও এ ধাপ্পাবাজির প্রতিবাদে বা আখতারকে প্রত্যাখ্যান করে অথবা নেতৃত্বের জন্য তাদের অবস্থান থেকে পদত্যাগ করল যেমন মোহাম্মাদ তায়্যিব আঘা, আজিজ আব্দুর-রহমান ও নেক মোহাম্মাদ!

তারপরেও জাওয়াহিরি বাইয়াহ দিল। এখন প্রশ্ন হল যে আল-কায়দার বিভিন্ন শাখার এই অন্ধ মেষরা কি তাকে (জাওয়াহিরি) অনুসরণ করবে এবং এই কুখ্যাত মিথ্যাবাদীকে বাইয়াহ দিবে? তারা কি এমন একজনকে বাইয়াহ দিবে যে আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র মৌলিকতাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং একজন মৃত মানুষের নাম ব্যবহার করে মনগড়া কথাবার্তা বলে? তারা কি এমন একজনকে বাইয়াহ দিবে, যে অফিসিয়াল ভাবে সাফাভী ইরানের কাছে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে এবং যার ইমারত ইরান সরকারকে "মুসলিম রাষ্ট্র" বলে এবং রাফিদা নেতাদের ও সাধারণ জনগণকে "মুসলিম ভাই" বলে!

যদি তারা এই ধাপ্পাবাজি, ভণ্ড অভিনেতার প্রতি এই বাইয়াহ, যারা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে মিডিয়া ও সামরিক যুদ্ধ শুরু করেছে তাদের বিভিন্ন শাখার অধঃপতন, এ সব বিষয় অনুধাবন করত তাহলে তারা এক বছর এর বেশি সময় পূর্বে ঘোষিত মুবাহালাহ'র অনেক গুলো ফলাফল দেখে ভীত হত, কিন্তু তাদের অনেকেই নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করেনা বরং তাদের ব্যক্তিগত খায়েসের অনুসরণ করে এবং তাদের অন্ধ রাখালদেরকে হাতে নিজেদের পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করে।
আমরা আল্লাহর কাছে নিজেদের প্রবৃত্তি, তাক্বলিদ, ইরজা, হিযবিয়্যাহ এবং দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।